গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

বিষয় ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ৪৭ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান ঃ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের সভা কক্ষ।
তারিখ ঃ ১৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি উপস্থিত সদস্যদের সংগে কুশলাদী বিনিময় করেন। বিভাগীয় সম্পদ রক্ষায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমুহের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সংগে মত বিনিময় করেন। এছাড়া মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ হাজির থাকতে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়। গত সভার কার্যবিবরণী সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী পাঠকরে শোনানো হয়। সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

ক্র. নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ০৩.৫১ একর জমির মালিকানা সংক্রান্ত সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলার রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। তবে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আবেদনের ফলে ১৩/১২/২০১৭ তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহের স্থিতাবস্থা জারি করা হয়েছে।	ক. প্রতিপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সে বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে। খ. স্ট্যাটাস্ক কো এর বর্তমান অবস্থা জানাতে হবে। গ. স্ট্যাটাস কো ভেকেট করার আবেদন করতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, ঢাকা
২	সাভার হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৬৫ একর জমির জাল দলিল সংক্রান্ত দুদক এর বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) এর বাদী/ তদন্তকারী কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করায় এবং মামলার সিডি না পাওয়ায় নিস্পত্তি করাও সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে জানান যে কোর্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক দুদকে পত্র দেয়া যেতে পারে।	ক. সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক আইনজীবী বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে দুদকে আবেদন জানাবে। খ. আদালতকে অবহিত পূর্বক অনুমতিপূর্বক সিডি তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে।	ডিডি, মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৩	সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেঃ মোঃ নং ৬০/৯১ দায়ের করলে বাদী পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে সরকার সিভিল আপীল নং-১/১২ মামলা দায়ের করলে মহামান্য আদালত নিম্ন আদালতে মোকদ্দমাটি পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করলে সরকার পক্ষে রায় হয়েছে।	ক. আপীল মামলা নং- ১/১২ এর রায়ের কপি উত্তোলন করে ডিএই'তে পাঠাবেন। খ. জেলা জজ কোর্টের মামলা নং-৩৩২/১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, ঢাকা।
৪	তফিজউদ্দিন গং মালিকানা দাবী করে যুগ্ম জেলা জজ ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকায়-১৭৩/০৯ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৪৭৫ একর জমি রয়েছে। বর্তমানে মামলায় স্বাক্ষী পর্যায়ে আছে। নতুন দায়েরকৃত মামলা নং-৬১৫/১৭। মামলাটি খারিজের জন্য আবেদন করা হয়েছে।	ক. প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যথাসময়ে কোর্টে উপস্থাপন করতে হবে এবং কোর্টে মামলার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। খ. মামলা খারিজের বিষয়ে ডিএইকে অবহিত করতে হবে। তারিখ জানাতে হবে।	ঐ
৫	রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে মো: শাহেদ এর পক্ষে আম-মোক্তার নূরউদ্দীন চৌধুরী দেঃ মোঃ নং- ১০৯৫/১২ দায়ের করেছেন। মামলাটি যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় মামলাটি খারিজের দরখাস্ত দেয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ- ০৩/৯/১৮। সাভার কোর্টের নতুন দায়েরকৃত মামলা নং- ৭২৬/১৪ এ ডিএই পক্ষভূক্ত হয়েছেন।	ক. সাভার কোর্টের মামলা নং-৭২৬/১৪ তে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ. দেঃ মামলা নং ১০৯৫/১২ এর খারিজের আবেদনের অগ্রগতি জানাতে হবে।	ডিডি, মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৬	বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস ১২১৬ দাগের ০.২১৭৫ একর ও ১২১০ দাগের ০.০৫২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণ নোটিশ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই বগুড়া ১২১৬ দাগের জমির মালিকানা দাবী করে ১৮৪/১৪ ও ১২১০ দাগের জমির মালিকানা দাবি করে ১৮৫/১৪ দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। ১৮৪/১৪ মামলার বিপক্ষে জবাব দাখিলে পরবর্তী তারিখ ১৩/০৯/১৮। বাদী সরকার, বিবাদী মো: মাহবুবুল আলম এবং ১৮৫/১৪ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ-১৯/০৭/১৮। বাদী সরকার, বিবাদী খাইরুল ইসলাম গং। এছাড়া উক্ত দাগ দুটির জমির বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। মামলা দুটি এখনো কজ লিস্টে আসেনি। এ বিষয়ে সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ মামলার ০৭/০২/১৭ তারিখে সরকেরর পক্ষে রায় হয়। রায়ের সার্টিফাইড ১৮/৭/১৮ তারিখে পাওয়া গিয়েছে।	(ক) বগুড়া আদালতে দায়েরকৃত ১৮৪/১৪, ১৮৫/১৪ মামলাদ্বয় স্থানীয়ভাবে চালানোর জন্য তৎপর থাকতে হবে। (খ) সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। মামলা দুইটি আদালতে মেনশন করে কজ লিস্টে আনতে হবে। (গ) সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ এর রায়ের সার্টিফাইড কপি গত ১৮/৭/১৮ তারিখে সংগ্রহ করা হয়েছে। কপি প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই বগুড়া
৭	বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরিয়ে পাবার নিমিত্তে ডিডি, ডিএই, বগুড়া সি. সহঃ জজ আদালত বগুড়া, দে: মো: নং-৪০৬/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় সভা হয়েছে। অন্য দুই সংস্থা যথাক্রমে বিএডিসি ও খাদ্য অধিদপ্তর ডকুমেন্ট জমা ন দেয়ায় জেলা প্রশাসক, বগুড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বলে জানানো হয়।	(ক) আগামী সভার পূর্বে সকল ডকুমেন্ট জেলা প্রশাসক, বগুড়া এর নিকট জমা দিতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসক, বগুড়া'র সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ডিডি, ডিএই, ডিডি (সার), ডিএডিসি, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিলে প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে পুনরায় ত্রিপক্ষীয় সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।	(ক) চেয়ারম্যান, বিএডিসি (খ) ডিজি, ডিএই (গ) ডিডি, ডিএই, বগুড়া।
৮	বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে ডিডি বগুড়া দেঃ মোঃ নং- ৬৬/৯৯ দায়ের করেন। ডিডি, ডিএই জানান যে, উক্ত মামলাটি খারিজ হওয়ার পর ১ম আপীলের নং ২৫৫/১৫ দায়ের করার পর হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিম্ন আদালতের ৬৬/৯৯ মোকদ্দমার নথি চাওয়া হয়েছে যা আদালতে দাখিল হয়েছে।	মামলাটি মেনশন করে কজ লিস্টে আনতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, বগুড়া

ক্র. নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	মামলাটি কজলিষ্টে আসে নাই।		
৯	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক রানা আওয়ান গাজীপুর জেলায় যুগ্ম-জেলা-জজ ২য় আদালতে দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪ দায়ের করেন। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে শুনানী চলমান আছে। পরবর্তী তারিখ-১৩/১১/১৮।	(ক) দায়েরকৃত দেঃ মোঃ নং-২৩৭/১৪ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (খ) রীট পিটিশন নং ২৭৬৬/১৪ মামলাটি মেনশন করে কজ লিস্টে আনতে হবে।	উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার মৌচাক, গাজীপুর।
১০	গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ ৬২/৬৪ নং মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারী করে নেয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং- ২২১/১৪ দায়ের করা হয়। মামলা চলমান। পরবর্তী তারিখ- ২৬/১১/১৮। গাজীপুর সদর উপজেলার সালনা মৌজার আরএস-৫৮৯ দাগের ২.৯৮ একর জমি ডিএই'র অনুকুলে অধিগ্রহণের নিমিত্ত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র রয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসকের কাযালয়ের দাবী অনুযায়ী জমি অধিগ্রহনের জন্য ২০১০ সালে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের অনুকূলে ৩ কোটি সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) গাজীপুর জেলা জজ আদালতে যোগাযোগ করে মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) অধিগ্রহণ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (গ) ডিডি, গাজীপুর আগামী ১ মাসের মধ্যে ডিসি বরাবর অধিগ্রহণের জন্য প্রদানকৃত ৩ কোটি সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা বিষয়ে অগ্রগতি লিখিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএইকে জানাবেন।	উপপরিচালক, ডিএই, গাজীপুর। উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার পোড়াবাড়ি, গাজীপুর।
১১	ডিএই'র অধিগ্রহনকৃত খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ী অংশের ২২.০০ একর জমি স্থানীয় জেলা পরিষদের সাথে চুক্তি থাকায় জেলা পরিষদ দখল করে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও আমলে নিচ্ছেন না বলে জানানো হয়। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণায়ের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) রয়েছে। তাই উক্ত MOU এবং গেজেট দেখে পরবর্তী ব্যভস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	(ক) সম্প্রসারণ-১ অধিশাখার সাথে যোগাযোগ করে MOU এর কপি সংগ্রহ করতে হবে এবং করনীয় নির্ধারণ করতে হবে। পরবর্তী সভায় অগ্রগতি জানাতে হবে। (খ) সমঝোতা স্মারক চুক্তি পর্যালোচনার জন্য ডিডি হর্টিকালচার , খেজুরবাগান ডিডি, লিসাসা এর সাথে রেকর্ডপত্রসহ যোগাযোগ করবেন। (গ) এলএ কেসের গেজেট ডিএইতে প্রেরণ করবেন।	সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিজি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, খেজুরবাগন, খাগড়াছড়ি।
১২	(ক) ডিএই'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ গুদামের জন্য অধিগ্রহণকৃত যাত্রাবাড়ির ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল হাই দেঃ মোঃ নং-১৮৮/১১ দায়ের করেছেন। মামলাটি বর্তমানে এসডি পর্যায়ে রয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-৩০/৭/১৮। (খ) এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবীতে জনৈক খোরশেদ আলম যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৪৬৬/১৩ দায়ের করেছেন। মামলার পরবর্তী তারিখ-৩০/০৭/১৮। (গ) সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোকঃ নং-৫৯১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ- ৩০/০৭/১৮। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং ডিএই হতে বিজ্ঞ জিপি-কে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) মামলায় নিয়োজিত কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (খ) দেওয়ানী মামলা নং- ৪৬৬/১৩, ৫৯১/১৩ মামলায় সরকারী আইনজীবী থাকবেন।	উপপরিচালক, ডিএই, ঢাকা। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৩	ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ৭ম সহঃ জজ আদালত, ঢাকায় টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি দায়ের করেন। ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতের পরিবর্তিত মোকদ্দমা নং-১০১/১৬। উক্ত জমি কিভাবে পাওয়া গিয়েছে, তা ৫ম সাব জজ আদালতের ৫৪/১৯৭৪ মোকদ্দমার রায়ে উল্লেখ আছে। পরবর্তী ইস্যু গঠণের তারিখ- ০৭/৫/১৮। ৫৪/৭৪ মামলার রায় সংগ্রহ করা হয়েছে।	(ক) সরকার পক্ষে মালিকানার দাবীর স্বপক্ষে ৫৪/১৯৭৪ দেওয়ানী মামলার রায়ের কপি অন্যান্য মামলার নথিতে সামিল করার জন্য দাখিল করতে হবে। (খ) শুনানীর নির্ধারিত দিনে বিজ্ঞ জিপিসহ ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করত হবে এবং এ বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, ঢাকা। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪	ধোলাইপাড় বীজাগারের জমির সিটি জরীপে ভুল দাগ নম্বর রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৮৪৩/১১ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমা চলমান।	শুনানীর নির্ধারিত দিনে বিজ্ঞ জিপিসহ ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, ঢাকা। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫	ডিএই'র ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা মৌজার ০.২৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৩৪২/১৪ দায়ের করেছেন। মামলার পরবর্তী তারিখ-২৫/৫/১৮। উক্ত জমিতে প্রবেশের জন্য রাস্তা না থাকায় ব্যক্তি মালিকানার ০.০৮ একর জমি রাস্তার জন্য অধিগ্রহন প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে ডিএই'র প্রতিনিধি জানান।	(ক) দেওয়ানী মামলাটি মোকাবেলার যথাযথ পদক্ষে গ্রহণ করতে হবে। (খ) সম্প্রসারণ উইং ও ডিএই জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ক. সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়। খ. মহাপরিচালক, ডিএই,ঢাকা। গ. ডিডি, ডিএই, ঢাকা। ঘ. মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬	ঢাকা জেলার ডেমরা থানার কায়েতপাড়ায় ০.২০ একর জমির কিছু অংশ দখলে নেই। কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।	পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং জিলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে উচ্ছেদ করতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, ঢাকা। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৭	ডিএইর মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ০.০৮ একর জমি মুন্সীগঞ্জ বার সমিতি অবৈধভাবে দখলে নেয়ার জন্য মামলা দায়ের করলে মোকদ্দমায় সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মোঃ নং- ৩০৩/১৭ দায়ের করেন। অতঃপর মামলাটি মুন্সিগঞ্জ জেলা জজ আদালত হতে ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৬/০৯/১৮।	বর্ণিত মোকাদ্দমাটি পরিচালনার জন্য আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, মুন্সীগঞ্জ। উপজেলা কৃষি অফিস, সদর, মুন্সীগঞ্জ।
১৮	ডিএই'র মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসের ০.০৮ একর জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৩৭৯/১৬ (পরিবর্তিত) দায়ের ডিএই করে। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৬/০৮/১৮। সরকার প্রতিপক্ষকে উচ্ছেদের জন্য দায়েরকৃত ৮৭৮/১৩ নং উচ্ছেদের মামলা চলমান আছে। এ মামলার বাদীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ ০৩/১০/১৮।	বিজ্ঞ জিপি/আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে।	ক. ডিডি, ডিএই, ঢাকা। খ. মট্রোপলিটন কৃষি অফিস, মোহাম্মদপুর।

ক্র. নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৯	গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৩.২৯ একর জমি বিএস জরিপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে। প্রায় ১৪ একর জমি ভিন্ন নামে রেকর্ড হওয়ায় মোট ৯৮টি আপত্তি দাখিল করা হয়। উক্ত আপত্তির মধ্যে ৩৬টির আদেশ সরকারের পক্ষে হয় এবং ৬২ টির আদেশ সরকারের বিপক্ষে হয়। সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৬২টি আপত্তির বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে আপীল দায়ের করা হচ্ছে বলে জানান। সভাপতি জানান যে, জমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা প্রয়োজন।	(ক) জাল কাগজ/দলিল বা অজ্ঞাতপূর্ণ ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে দ্রুত জেডএসও অফিসে দাখিল করে আপীল এর শুনানী করতে হবে। (খ) আগামী এক মাসের মধ্যে নালিশী জমির দলিলাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা। উপজেলা কৃষি অফিস, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
২০	ময়মনসিংহ টাউন মৌজার ডিএই'র অফিস কাম বাসভবন নির্মাণের জন্য ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত জমির (০.৫২ একর) মালিকানা দাবী করে যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে দেঃ মোঃ নং-৩৬/১৪ সরকার কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে। সাক্ষীর তারিখ-২০/৮/২০১৮। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ২৮৫/১৬ মোকদ্দমার স্বাক্ষীর তারিখ-২৫/৭/১৮।	(ক) প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীসহ ডিএই'র কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এবং জিপিকে সহযোগিতা করতে হবে। (খ) জমির দখল বজায় রাখার জন্য জমির সীমানা প্রাচীর দিতে হবে। গাছ লাগানো বা প্রদর্শনী খামার সৃজন করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ময়মনসিংহ
২১	উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দির .৩০ শতক জমির মধ্যে .০৫ শতক জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় আদালতে দেঃ মোঃ নং-১৭৮০/১৫ চলমান আছে। এছাড়াও পেন্নাই মৌজার সীড ষ্টোরের ০.০৪১৫ একর জমির মধ্যে ০.০২১০ একর জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পওয়ার পর বেদখলীয় জমির দখল উদ্ধার করতে হবে। (খ) চুড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর উক্ত জমির রেকর্ড সংশোধনে জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা করতে হবে। (গ) দেঃ মোঃ নং ১৭৮০/১৫ মামলার রায়ের কপি কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএইতে দাখিল করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা। উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
২২	লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ডিএই'র প্রায় ৬০ বছরের দখলীয় ০.০৮ একর বীজগারের জমি জেলা পরিষদ ১৮৯১ সালের এলএ কেসমূলে মালিকানা দাবী করে উক্ত কক্ষ বীজগারের জেলা পরিষদ স্থানীয় বণিক সমিতি-কে ইজারা প্রদান করে। ইতোমধ্যে ইজারার সময় শেষ হলেও দখলকারীগণ কক্ষটি ছেড়ে দেয়নি। এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মো নং-৯৪/১৩ দায়ের করা হয়েছে। উপ-পরিচালক আইন অধিশাখা জানান যে, ১৮৯৪ এর আগে কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। তাই কিভাবে ১৮৯১ সালের অধিগ্রহণ কেস জেলা পরিষদ দেখিয়ে জমি দাবী করে তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলএ কেশের ডকুমেন্ট দেখা প্রয়োজন।	(ক) জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা পরিষদ লক্ষীপুর বরাবর ডিএই হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা পরিষদের উক্ত জমির এলএ কেসের ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (গ) এলএ কেসের ডকুমেন্ট নোয়াখালী/লক্ষীপুর ডিসি অফিসের রেকর্ড শাখা ৪ নং রিসিভ রেজিস্টারে খুজতে হবে। প্রয়োজনে ভূমি মন্ত্রণালয়ে খুজতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর। গ. উপজেলা কৃষি অফিস, সদর, লক্ষীপুর।
২৩	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক ব্যক্তি দেঃ মোঃ নং-২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ দায়ের করেছেন। মামলা শেষ হয়েছে। ৩/১/১৭ তারিখ সীমান নির্ধারণ জরীপ করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। ৫১.২১ একর ভূমির নামজারী ও ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। অপরদিকে জনৈক ব্যক্তি ২.৩৮ একর ভূমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মোঃ নং ৯৩/২০১৪ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান।	(ক) ২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ মামলার রায়ের কপি সংগ্রহ করে দাখিল করতে হবে। (খ) সীমানা নির্ধারণ জরীপ করে মন্ত্রণালয় ও ডিএইকে অবহিত করতে হবে। (গ) ৫১.২১ একর ভূমির নামজারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও নামজারীর নম্বর জানতে হবে। (ঘ) দেঃ মোঃ ৯৩/১৪ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
২৪	ফসলে কীট নাশক স্প্রে করার লক্ষ্যে এয়ারষ্ট্রীপ নির্মাণের জন্য ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১নং খতিয়ান হতে ১৫.৬৬ একর এবং পরবর্তীতে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহনপূর্বক ডিএইকে প্রদান করা হয়। বিএস জরিপে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর নামে ১৬.৫৮ একর ০১নং খতিয়ানে এবং ৩.২৬ একর ডিএই এর নামে রেকর্ডভূক্ত হয়। ডিএই উক্ত জমি ব্যবহার করলেও ডিসি, নোয়াখালী অদ্যাবধি মালিকানা হস্তান্তর করেননি। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় পূনঃ পরীক্ষা করে বিস্তারিত তথ্যসহ পূনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে অনুরোধ জানায়। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় ও ডিএই এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল নোয়াখালী সফর করেছেন ও প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদন ডিএই বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে জানান যে, এলএ কেশ নং- ২৭/৯৭-৯৮ মূলে ২.০০ একর ডিএইর নামে অধিগ্রহন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জমির মূল্য বাবদ ৩.০০ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়া হয়েছে। জমির দখল বুঝে নেয়া হয়নি। জমির দখল বুঝে নেয়া প্রয়োজন।	(ক) এ বিষয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে তদবির করে প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) তদন্ত কমিটি কর্তৃক সম্প্রতি খুজে পাওয়া এলএ কেস নং- ২৭/৯৮-৯৮ মূলে অধিগ্রহণ করা ২.০০ একর জমির দখল ডিডি ডিএই জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে বুঝে নিতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী।
২৫	নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন সীড ষ্টোরের জমির মালিকানা দাবী করে রামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক কোম্পানীগঞ্জ সহঃ জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৭৩/০৯ দায়ের করেন। এ মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়ায় আপীল নং-০২/১৮ দায়ের হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ- ০৮/০৮/১৮।	(ক) শুনানীর পূর্বে ডিএলআর অফিসে ও জেলা রেজিষ্ট্রার অফিসে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/দলিলের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করতে হবে এবং মামলায় উপস্থাপন করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী। উপজেলা কৃষি অফিস, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।
২৬	টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির মধ্যে ৫.১৩ একর দখলে আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় আছে এবং কোন সংস্থাকে কতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন।	(ক) জমি বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ডকুমেন্টসহ ডিএই সরেজমিনে দেখে ১ মাসের মধ্যে রিপোর্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর বাদ পড়া জমির বিষয়ে ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, টাংগাইল।

ক্র. নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২৭	ডিএই ফরিদপুর পাট সম্প্রসারণ অফিসের ১০ শতক জমির মালিকানা দাবী করে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় সিপিএলএ নং-১৩৬৮/১৪ দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে ডিএই কর্তৃক দেঃ মোঃ নং-১১/১৫ দায়ের করা হয়েছে। এ মামলায় ডিএই ও জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর পক্ষভূক্ত হয়েছে।	(ক) সিপিএলএ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ১১/১৫ মোকদ্দমায় শুনানীতে সংশ্লিষ্ট জিপি/এজিপি এবং ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ফরিদপুর।
২৮	চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড হয়েছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নামজারী বাতিলের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রামে দেঃ মোঃ-৮৪/১৫ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-১৯/৮/১৮।	(ক) জামিল উদ্দিন গং এর নামে কিসের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট এসি ল্যান্ড অফিস থেকে সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম
২৯	ডিএই'র চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও নূর আহম্মদ গং ৩১/২০০৪ অপর মামলা দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে তিনি ১ম আপীল-২১৫/১২ দায়ের করেন। বাদীপক্ষ পেপারবুক এফ এ শাখায় জমা দিয়েছেন কিন্তু এফএ শাখা এখনও যাবতীয় কাগজ পত্র বিচারিক আদালতে পাঠায়নি।	(ক) মামলাটি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। (খ) সলিসিটর উইং এ যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম।
৩০	বাশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির বিরুদ্ধে পূর্ব মালিকের ছেলে মালিকানা দাবী করে দেঃমোঃ ৪/১৫ দায়ের করেন। মামলায় চলমান এ্যাডভোকেট কমিশনের রির্পোট সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করায় সরকার পক্ষে উহার বিরুদ্ধে রিভিশন মোকঃ নং ৭৩/১৫ দায়ের করলে পুনরায় সরকারের পক্ষে রায় হয়। রায়ের কপি উত্তোলন করে ৮/৪/১৮ তারিখে ডিএইতে প্রেরণ করা হয়। দে: মো: নং ৪/১৫ মামলার মালিকের ছেলের সাথে আপোষ হয়েছে। জমির পূর্ব মালিক মৃত্যুর আগে ৪.৫ শতক জমি সাব কাবলা দলিল করে দিয়েছে। এছাড়াও সিআর ১৫৩/১৬ এর পরবর্তী তারিখ ৩০/০৮/১৮ এবং সি আর ২৩৪/১৭ এর পরবর্তী তারিখ ২৯/০৮/১৮ জানা গিয়েছে।	(ক) চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট খুজে বের করতে হবে। (খ) দেওয়ানী মামলা নং-১৫৩/১৬ ও সিআর ২৩৪/১৬ তে সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) সকল মালিক কে পক্ষভুক্ত করতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম।
৩১	সিলেটে ডিএই'র অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ২.০০ একর জমি হাসপাতালের জন্য দখল করে নেয়া হয়েছে। টিএস-৩/১৫ মোকদ্দমাটি পুনর্জীবিত হয়েছে। এছাড়াও ডিএই'র জমি জরিপ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ডিএই/এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সরেজমিনে জমিটি পরিদর্শন করতে পারেন। অধিগ্রহণের গেজেট পাওয়া গিয়েছে।	(ক) অধিগ্রহনের গেজেট সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সার্ভেয়ার দ্বারা জরিপ করে ডিএই'র জমি চিহ্নিত করতে হবে। (খ) সব মালিককে পক্ষভূক্ত করতে হবে। (গ) গেজেট মন্ত্রণালয়ে/ডিএইতে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) টিএস ০৩/১৫ মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ক. অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট খ. ডিডি, ডিএই, সিলেট।
৩২	কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমি সংক্রান্ত সিপিএল এ দায়ের করা হয়েছে এবং ১১টি রেকর্ড সংশোধনী জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে মোকদ্দমা নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫ দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলা এবং জমির সকল ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে। ডিডি (লিসাসা), ডিএই জানান, ০৭টি ডকুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি এখনো পাওয়া যায়নি।	(ক) অবশিষ্ট ৪টি ডকুমেন্ট ময়মনসিংহ/কিশোরগঞ্জ ডিসি অফিসের এলএ শাখায় খুজে সংগ্রহ করতে হবে এবং মামলায় দাখিল করতে হবে। (খ) দায়েরকৃত মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ। উপজেলা কৃষি অফিসার, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ।
৩৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার ডিডি অফিসের কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। ডিএই প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরকে পত্রে দেয়া হয়েছে। তারা কোন সাড়া দেন না। উক্ত জেলা অফিসের এলএ শাখার রেকর্ডরুমের এল.এ রেজিস্টারে ১৯৫৭-৫৮ সালের এলএ কেসসমূহ দেখা এবং ১৯৫৮-৬০ পর্যন্ত এলএ কেসের গেজেট বিজি প্রেস বা ডিসি অফিস, খুলনায় খুজে দেখা যেতে পারে।	জেলা প্রশাসক, খুলনা'র দপ্তরের এলএ শাখায় ও এলএ রেকর্ড রুমে যোগাযোগ করে ১৯৫৭-৫৮ সালের এলএ কেস নথি এবং ১৯৫৮-৬০ সনের এলএ কেসের গেজেট বিজি প্রেস বা ডিসি অফিস, খুলনা থেকে খুজে বের করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, খুলনা।
৩৪	ডিএই'র নরসিংদীর ও মাধবদী সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে স্থানীয় পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ডিএই কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়েরের অগ্রগতি এবং মামলার নম্বর সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও এলএ কেস নং- ১০৮/১৯৬২-৬৩ খুজে পাওয়া গিয়েছে।	(ক) এল এ কেস নং- ১০৮/১৯৬২-৬৩ এর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) ডিডি, ডিএই গেজেট সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দিবেন এবং বিজি প্রেসে খোজার ব্যবস্থা নিবেন।	ডিডি, ডিএই, নরসিংদী। উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, নরসিংদী।
৩৫	যাত্রাবাড়ি প্লান্ট প্রোটেকশন গোডাউনের জমি সংক্রান্ত এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪ একর জমি অধিগ্রহণের পর হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই এর পিপি গোডাউন/বীজাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো । মামলা পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১১/১০/১৭ (এসডি)। সিটি জরীপ সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে দায়েরকৃত মামলা ৫৯১/১৩ এর পরবর্তী তারিখ ২০/০৯/১৭খ্রিঃ আবেদনের শুনানী। মালিকানার দাবীতে খোরশেদ আলম ৪৬৬/১৩ নং মামলা দায়ের করেছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ২০/০৮/১৭খ্রিঃ (এসডি)। মালিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড পুনঃলিখন করা হয়েছে। এসি ল্যান্ড অফিসে ৭টি বোনাফাইড মিসটেক মামলার মধ্যে ৬টি মামলা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পুনরায় এসি ল্যান্ড এর নিকট ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। একটিতে আদেশ হয়েছে। উচ্চ আদালতের মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।	ক) মামলা সমূহের ফলো আপ করতে হবে। খ) এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর নথি তল্লাশি অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা নিতে হবে।	১। ডিডি, ডিএই, ঢাকা ২। এমএও, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৬	চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলার ১৮ শতক বেদখলীয় জমি নিয়ে সরকার পক্ষে সহকারী জেলা জজ আদালতে বন্টননামা মামলা ১০১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২০/০৮/১৮ খ্রিঃ এস আর। জমিটি অধিগ্রহণ	ক) মামলাটি যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) পাট সম্প্রসারণের মিউটেশনকৃত জমির দখলদার উচ্ছেদের জন্য উচ্ছেদ মামলা দায়ের করতে হবে।	ইউএও, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা

ক্র. নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করা হয়েছে। এলএ কেস এর গেজেট এবং দখল হস্তান্তর পত্র আছে।		
৩৭	বেগমগঞ্জ উজেলার ৮৩ শতক জমির গেজেট পাওয়া গেছে। ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে। জমি ১ নং খতিয়ান হতে শুন্য খতিয়ানে দেওয়া হয়েছে। তারা মঞ্জিল ভবনের মালিক রীট পিটিশন নং ৫৫০৮/২০১৪ দায়ের করেছে। মামলায় ডিসি'কে বিবাদী করা হয়েছে, কৃষি বিভাগকে বিবাদী করা হয় নাই। দুলাল মিয়া নামে এক ব্যক্তি জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মোঃ ৯১/২০১৫ দায়ের করেছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৬/০৮/২০১৮।	ক) নতুন ২টি মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) সীমানা প্রাচীর নির্মানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	ইউএও, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ও উপ-পরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী।
৩৮	উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার সংস্কারের অভাবে ব্যবহার অযোগ্য থাকায় সমস্যা হচ্ছে। দেঃ মোঃ নং-৮/১৪ দায়ের হয়েছে । পরবর্তী তারিখ ২৮/০৮/১৮খ্রিঃ। ০১/০১/১৯৬৩ খ্রিঃ তরিখে ০৯ শতক জমি দলিলমূলে পাওয়া গেছে। দাগ নং ১২০১৫ এর স্থলে ১২০১৬ লেখা হয়েছে। সলেনামার মাধ্যমে দাগ নম্বর সংশোধন করা হবে।	ক) কমল নগরের চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার জমির সরকারী স্বার্থ বজায় রেখ সলেনামা করতে হবে। খ) বীজাগার সংস্কারের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে প্রেরণ করতে হবে।	ইউএও, কমলনগর লক্ষীপুর ও উপপরিচালক, লক্ষীপুর
৩৯	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার পাটাখাগুরী মৌজার ১০ শতক জায়গার বাটোয়ারা মামলা ২২/০৯ দায়ের হয়। রেকর্ড সংশোধনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ০৬/১৩ মামলা করা হয়েছে। গত ২৩/০৪/১৫ তারিখে রিভিউ আদালত কর্তৃক গৃহিত হয়। মামলা নং ১৭২/১২। ৭ টি উপজেলার এলএকেসের নম্বর সংগ্রহ হয়েছে। মধুপুর, সখিপুর, গোপালপুর ও ধনবাড়ি সীডষ্টোরের জমি বেদখল হওয়া বিষয়ে আলোচনা হয়। মধুপুর উপজেলার নামজারীকৃত ৩৩ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক বেদখল হয়েছে।রেকর্ডপত্র ও নামজারীর কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। মধুপুর উপজেলার জমির রেকর্ড সংশোধনি মামলার ২৩/৫/১৫ তারিখের রায়ের কপি পাওয়া গেছে। উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল জানান যে, জমি দখলে রাখার জন্য এয়ার স্ট্রীপের জায়গায় অবশিষ্টাং বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে ও অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) সরকারী জায়গায় সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে ও ফলোআপ করতে হবে। গ) জেলা প্রশাসকের সহায়তায় জমির রেকর্ড সংশোধন ও নামজারীর ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘ) এয়ার স্ট্রীপের জায়গায় অবশিষ্ট বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য বছর ব্যপি ফল উৎপাদন প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ঙ) সকল মামলার হালনাগাদ তথ্য আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	ইউএও, বাসাইল, টাংগাইল ও উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল।
৪০	কালিয়াকৈর উপজেলার ৩১ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিজ্ঞ আদালতে ১৫৮/০৯ মামলা করা হয়েছে। ৫ শতাংশ ভূমি বেদখলে আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেদখল মর্মে থানায় জিডি করেছেন। ২য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে উচ্ছেদ মামলা ১১১/১৪ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২২/১০/২০১৮খ্রিঃ সাক্ষীর জন্য।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, কালিয়াকৈর গাজীপুর
৪১	গাজীপুর সদর উপজেলার সালনায় আর এস খতিয়ান অনুযায়ী কৃষি বিভাগের সীড ষ্টোর ছিল। বর্তমানে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। জমিটি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভূক্ত। বোর্ড বাজারের গাছায় প্রধান সড়কের সাথে ১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাদের স্থপনা নির্মান করেছে। চান্দনা চৌরাস্তার ডিএই এর ১০ শতাংশ জায়গায় সীডষ্টোরে বর্তমানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২টি পরিবার বসবাস করছে জানা যায়। এ সকল জমির কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায় নাই। সিএস ও আর এস পরচা সংগ্রহ হয়েছে। সালনা ও গাছার কাগজপত্র অনুসন্ধান চলছে। সরকার পক্ষে দেঃ মোঃ নং ২৪৭/১৫ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৯/০৭/১৮।	ক) চান্দনা ও গাছা এর জমির গেজেট বিজি প্রেস/ বার লাইব্রেরী হতে সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা ও জমি জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে ইউএও নিজে যাবেন। খ) বাসন ইউনিয়নের ইসলামপুর মৌজার ১০ শতক জমিরদখল উচ্ছেদের মামলা করতে হবে। ডিডি গাজীপুর ব্যবস্থ নিবেন। গ) রেকর্ড অফিসে খোঁজ নিতে হবে, এসি ল্যন্ড অফিসে যেতে হবে। দ্রুত মামলা দায়ের করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, গাজীপুর, ডিডি, ডিএই, গাজীপুর
৪২	কাপাসিয়া, গাজীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ ক) চাঁদপুর ইউনিয়নের জমিঃ এসএএও কোয়র্টারের জমি ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের বিষয়ে ১৬/১৪ নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করা হয়। চেয়ারম্যান আপাততঃ কাজ বন্ধ রেখেছেন। মামলাটির তারিখ ছিল ১০/০৭/২০১৮। মামলাটি নিস্পত্তির জন্য সমঝোতার নমুনা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য অনুমতি প্রয়োজন। খ) কাপাসিয়া ইউনিয়নের বানার হাওলা মৌজার জমিঃ এলএ কেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিপি গুদামের ১৭ শতক জমি ডিএই'র দখলে ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা আছে। জনৈক শামসুন্নাহার গং জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর আদালতে ৩৮৮/২০১১ মামলা করে। মামলাটি আদালত পরিবর্তন হয়ে ৩য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২০/০৮/২০১৮ খ্রিঃ।	ক) মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) জরুরী ভিত্তিতে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে । গ) আদালতে খোঁজ নিয়ে ৩৮৮/২০১১ মামলার পরবর্তী তারিখ জানাতে হবে।	ইউএও, কাপাসিয়া, গাজীপুর
৪৩	এটিআই, শেরপুর এর মোট জমি ৪২.১৯ একর। এর মধ্যে ২৮.৫১ একর এর গেজেট পাওয়া গিয়েছে। বাকী ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশিত হয় নাই। গেজেট প্রকাশের জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। ৭৩.৫ শতক জমি নিয়ে ২টি মামলা চলমান। ১৭ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ৪১১/১২ মামলাটি সীফট হয়েছে। ৯/৩/১৬ তারিখ সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। ৫৬.৫ শতক জমি নিয়ে জেলা জজ আদালতে ৩০৪/০৭ নং বাটোয়ারা মামলা চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৭/০৮/১৮খ্রিঃ।	ক) মামলার যাথাযথ তদারকি করতে হবে। খ) ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, যুগ্মসচিব আইন ও ভূমি মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে। গ) দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) সার্ভেয়ার দিয়ে জমির সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর
৪৪	চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা এর পাট সম্প্রসাণের ১৬ শতক জমি নিয়ে সহকারী জজ আদালতে টিএস- ২৪৮/১৩ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২১/০৮/১৮খ্রিঃ সাক্ষির জন্য। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসকেস করতে পরামর্শ দেয়। মিউটেশনের জন্য সহকারী জজ আদালতে টিএস-১০৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১৪/০৮/১৮ খ্রিঃ এসডি। দেঃ মোঃ ৯৮/১৫ দায়ের হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৫/০৯/১৮ খ্রিঃ এডিআর।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হে	ইউএও, সদর, চুয়াডাঙ্গা।
৪৫	অতিরিক্ত পরিচালক, রাঙ্গামাটি, জানান যে, ডিএই রাঙ্গামাটির মোট জমির	ক) হর্টিকালচার সেন্টার বনরূপা এর জমিতে অবৈধ দখল	অতিরিক্ত পরিচালক,

ক্র. নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পরিমাণ ১৩.৬২ একর। এর মধ্যে ২.৯২ একর জায়গা বেদখলে আছে, যেখানে অবৈধ স্থাপনা আছে। এখানে ৫ টি মামলা চলমান আছে। জমির নামজারি করার জন্য এসিল্যান্ড বরাবর আবেদন করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার হর্টিকালচার সেন্টার সমুহ এবং জেলা ও উপজেলার মোট ১৫.১৯একর জমি বেদখলে আছে। জেলা জজ আদালত রাঙ্গামাটি এর দেঃ আঃ মামলা নং ১৭/২০১২ এর রায়ের বিরুদ্ধে টেন্ডার নং ৮৭৯ দায়ের হয়েছে। কিন্তু উক্ত জমি বাদী দখল এবং ভবন নির্মানের চেষ্টা চালাচ্ছে। বনরূপা হর্টিকালচার সেন্টারের ১৫ শতক জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ১০৮/২০১১ মামলার পরবর্তী তারিখ ২৩/০৯/১৮। একই সেন্টারের ২.৫ একর জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ৭৩/২০১২ মামলার পরবর্তী তারিখ ২৭/০৯/১৮ খ্রিঃ। এডি অফিসের জমির উচ্ছেদ মামলা ১৯৫/১৩ এর রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। বাদী সিভিল আপীল নং ৩৮/২০১৭ দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ০৪/৯/১৮। বনরূপা হর্টিকালচার সেন্টারের সিভিল স্যুট মামলা নং ১৪৩/২০০৮ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৯/০৮/১৮। বালাঘাটা বান্দরবান এর মামলা নং ১৫৫/১২ এর পরবর্তী তারিখ ২০/৮/১৮ খ্রিঃ।	ঠেকাতে উদ্যানতত্ত্ববিদ নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করবেন। অতিরিক্ত পরিচালক রাঙ্গামাটি এবিষয়ে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। খ) সিভিল আপীল মামলা নং ৩৮/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। গ) বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাসমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঘ) ১৭/২০১২ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে টেন্ডার নং ৮৭৯ এর পরবর্তী সিভিল রিভিশন নং জানাতে হবে।	ডিএই, রাঙ্গামাটি।
৪৬	হর্টিকলচার সেন্টার, নোয়াখালী এর ১৯৬৯ সনে কোলানাইজেশন অফিসার কর্তৃক ১৫.৬৬ একর এবং এল এ নথি ১২/৯২-৯৩ ও ২৭/৯৭-৯৮ মূলে যথাক্রমে ৩.২৬ একর ও ১.৯১ একর সাকুল্যে ২০.৮৩ একর জমির মধ্যে ১৮.৪৬ একর হাল রেকর্ড হয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নামে। তবে দখলে ডিএই রয়েছে। ৩১ ধারা রায়ের বিরুদ্ধে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর রিভিউ আবেদন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এবং ডিএই'র তথ্যে সামঞ্জস্য নাই বলে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ডিডি নোয়াখালীকে পত্র দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজন দেঃ মোঃ নং ১৭৮/১৫ দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ১৩/০৯/১৮ খ্রিঃ।	ক) জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। খ) আইন অধিশাখার সহযোগিতা নিতে হবে। গ) মামলার জবাব দাখিল করতে হবে।	উপ-পরিচালক, নোয়াখালী এবং নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার নোয়াখালী।
৪৭	সোনাগাজী, ফেনী ডিএই এর চরচান্দিয়া ইউনিয়নের এসএএও অফিস কাম বাসভবনের বিষয়ে ৩১ ধারায় স্থানীয় চেয়ারম্যান বাদী হয়ে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে ১৭৯৫৫/১৪ নং মামলা দায়ের করেছেন। গত ০৯/০৫/১৪ তারিখে রায় হয়। রায়ের কপি পাওয়া গিয়েছে। দাগনভূইয়া-১০ শতক জমি কৃষি বিভাগের উপসহকারী কোয়ার্টার আছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করা প্রয়োজন। ডিএই'র নামে নামজারি করা হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন গং বাদী হয়ে দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৬ দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ০৬/৮/১৮।	ক) ৩নং মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের জমি ডিসির নামে, তা ডিএই এর নামে রেকর্ড করতে হবে। খ) রেকর্ডপত্র খোঁজা অব্যাহত রাখতে হবে। গ) জমির সীমানা প্রাচির নির্মানের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে পাঠাতে হবে। ঘ) দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৬ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও সোনাগাজী, ফেনী ও উপপরিচালক, ডিএই, ফেনী
৪৮	এটিআই গাজীপুর এর জমির বিষয়ে জেলা জজ আদালত গাজীপুর দায়েরকৃত রিভিশন মামলাঃ আপীল মামলা নং ১/০৯ এর মূলনথি তলব করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১০/০৯/১৮। বন্টননামা মামলা নং -১৬/১২ এর পরবর্তী তারিখ ৩০/১১/১৮ এবং দে: মো: নং ২৫৫/১৭ এর পরবর্তী তারিখ- ৩০/০৭/১৮।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) দখল উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধ্যক্ষ এটিআই, গাজীপুর
৪৯	নাটোর সদর উপজেলার ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে হাইকোর্টে দায়েরকৃত সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত নাই। পক্ষভূক্ত করার জন্য ফাইল সলিসিটর অফিস হয়ে এখন এটর্নী জেনারেলের কার্যালয়ে আছে। পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য এ্যাডভোকেট নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে জনৈক ব্যক্তি সিঃ সহঃ জজ আদালত সদর নাটোরে দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/০৭/২০১৮ খ্রিঃ।	ক) সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় পক্ষভূক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, নাটোর। উপজেলা কৃষি অফিসার, নাটোর সদর
৫০	উপজেলা কৃষি অফিস, জৈন্তাপুর, সিলেটঃ	ক) চলমান মামলাসমূহের বিস্তারিত তথ্য লিখিতভাবে জানাতে হবে।	ডিডি, ডিএই, সিলেট। ইউএও, জৈন্তাপুর, সিলেট।
৫১	উপজেলা কৃষি অফিস, সিরাজদিখান মুন্সীগঞ্জঃ নতুন একটি দেওয়ানী মামলা ১৪৮/২০১৬ দায়ের হয়েছে।	ক) দেঃমোঃ ১৪৮/২০১৬ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, মুন্সীগঞ্জ। ইউএও, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ

বিঃ দ্রঃ হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের অনলাইনে খোঁজ নেওয়ার জন্য www.supremecourt.gov.bd এই ওয়েব সাইটে খোঁজ নিতে হবে।

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
অতুল কৃষ্ণ মল্লিক
পরিচালক
প্রশাসন ও অর্থ
পক্ষে-মহাপরিচালক
ফোন-৯১১১৭৩৮

স্মারক নং-১২.০১.০০০০.০০০.০৪.০২২.১২- ৯২২৮/২(৭৭) তারিখ- ২৭/০৮/২০১৮ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। পরিচালক, সরেজমিন/ হর্টিকালচার/ প্রশিক্ষণ/ উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ ক্রপস/সংগনিরোধ/ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,..... অঞ্চল (সকল)।
৩। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/ শেরপুর/ শিমুলতলী, গাজীপুর।

উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ গাজীপুর/ বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/ খুলনা/ ফরিদপুর/ ময়মনসিংহ/ গাইবান্ধা/ কুমিল্লা/ চুয়াডাঙ্গা/ নোয়াখালী/ লক্ষীপুর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কিশোরগঞ্জ/টাঙ্গাইল।

প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

৬। উপ-পরিচালক (লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিসেস) , প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাক।

৭। উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, নুরবাগ, গাজীপুর/ বনানী, বগুড়া/ সোহবানবাগ, সাভার, ঢাকা।

৮। উপজেলা কৃষি অফিসার, লাউদকান্দি, কুমিল্লা/ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ সদর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, গাজীপুর/ জীবননগর ও সদর, চুয়াডাঙ্গা/ সদর, মুন্সীগঞ্জ/ সদর, কমলনগর, লক্ষীপুর/ সদর, ফরিদপুর/ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/ কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ গোদাগাড়ী, রাজশাহী/পাঁচলাইশ, বাশখাঁলী, রাউজান, চট্টগ্রাম/ সোনাগাজী, ফেনী/ সদর, নাটোর/সদর, নরসিংদী/জৈন্তাপুর, সিলেট/সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

৯। উদ্যনতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার/ আসাদগেট, ঢাকা/গুলশান, ঢাকা / হর্টিকালচার সেন্টার, ধানবাড়ী, টাংগাইল ।

১০। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাও, ধোলাইপাড়, যাত্রাবাড়ি/ মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা।

১১। নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার নোয়াখালী/ পোড়াবাড়ি, গাজীপুর।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ উপ সচিব , আইন অধিশাখা)।

২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৩। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৪। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ ও সাপোর্ট সার্ভিসেস), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

৫। উপ-পরিচালক (প্রশাসন) , ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ।

৬। উপ-পরিচালক (আইসিটি), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী শিরোনামে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

কবীর আহমেদ
উপপরিচালক (এলএসএস)
ফোনঃ ০১৭১৬৯৪০৩১১

২৭/৮/১৮